প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব
Theory of Knowledge

জ্ঞানতত্ত্ব: প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্ব মূলত Theaetetus সংলাপে পাওয়া যায় যেখানে সক্রেটিস ও Theaetetus এর কথোপকথন এর মধ্য দিয়ে প্লেটো তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। এখানে প্লেটো প্রথমে জ্ঞান কী নয় তা আলোচনা করেছেন এবং পরে জ্ঞান কী অর্থাৎ, জ্ঞানের সদর্থক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, প্রথমে তিনি জ্ঞান সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতবাদগুলিকে খন্ডন করেছেন এবং পরে তিনি জ্ঞান সম্পর্কিত তার নিজস্ব মতবাদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

"প্রোটাগোরাস এবং সোফিস্টদের মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই হল জ্ঞান। অর্থাৎ, ব্যক্তির কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় তাই হল সত্য। প্লেটো এই মতটি বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে খন্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন —

প্রথমত, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলে স্বীকার করলে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত হবে এবং ব্যক্তিভেদে পৃথক হয়।

দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে বিরোধী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। যেমন, একই বস্তু কাছ থেকে বড়ো এবং দূর থেকে ছোটো দেখায়। এই বিরোধী সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা তা নির্ণয় সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, সকলের প্রত্যক্ষ যদি সমভাবে সত্য হয় তাহলে আলোচনা, উপদেশ, শিক্ষা, প্রমাণ প্রভৃতি অসার এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে শিশুর প্রত্যক্ষ ও তার শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সমানই সত্য বলতে হবে। ফলে শিক্ষকের পক্ষে তাকে শেখাবার কিছুই থাকে না।

চতুর্থত, যদি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পথ হয় এবং প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানই একমাত্র সত্য হয়, তাহলে যারই প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা আছে, তারাই সত্যকে জানার ক্ষমতা আছে - স্বীকার করতে হবে। যেহেতু মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীরাও প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা রয়েছে। সেহেতু, তাদেরও সত্যকে জানার ক্ষমতা আছে - স্বীকার করতে হবে, তাহলে তারাও সকল কিছুর পরিমাপক বলে বিবেচিত হবে। এবং সেক্ষেত্রে 'man is the measure of all things' 'মানুষই হল সব কিছুর পরিমাপক' - এই উক্তিটি মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে।

পঞ্চমত, প্লেটো মনে করেন প্রোটাগোরাস এর মতে ব্যক্তির নিকট যা কিছু সত্য বলে প্রতিভাত হয় তাই সত্য, সুতরাং, যদি প্লেটোর কাছে প্রোটাগোরাসের বক্তব্য মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তা অবশ্যই মিথ্যা হবে।

ষষ্ঠমত: যদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের পথ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। কারণ সত্যের যদি নিয়ামক মানদন্ড না থাকে তাহলে সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য অসম্ভব, যেমন একই বস্তু ব্যক্তিভেদে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।

সপ্তমত: যেকোনো প্রত্যক্ষে কিছু উপকরণ থাকে যেগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ নয়। যেমন - 'এই কাগজটি সাদা' - এই বাচন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গঠন করা যায় কিন্তু এই বাচন গঠন করার জন্য পৃথকীকরণ, শ্রেণীকরণ, তুলনা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, যেগুলি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বুদ্ধিরও ভূমিকা আছে সুতরাং, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সম্ভব নয়।

অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, অনুমান প্রভৃতির সাহায্যে যা পাওয়া যায় অনেকে তাকে জ্ঞান বলে মনে করেন, কিন্তু প্লেটোর মতে তা জ্ঞান নয়, মত বা opinion যদি ভ্রান্ত হয় তাকে জ্ঞান বলা যায় না, মত যদি সত্য হয় তাহলেও তাকে জ্ঞান বলা যায় না, কোনো বিচার বিশ্লেষণ

ছাড়া যদি কিছু অনুমান করা হয় এবং সেই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলেও তাকে জ্ঞান বলা যায় না। এই জাতীয় অনুমানকে সত্যমত বলা হয়। কিন্তু সত্যমত যেহেতু কেবলমাত্র অনুমান এর ভিত্তিতে হয় সেহেতু সত্যমত ও জ্ঞান হতে পারে না। কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো সহজাত চেতনা বা উপলব্ধি থাকতে পারে কিন্তু যতক্ষন না এই বিশ্বাসের বা উপলব্ধির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ততক্ষন পর্যন্ত এই বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় না।

কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হতে গেলে কেন বিষয়টি এইরূপ এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এই যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা ছাড়া জ্ঞান সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে সত্যমত গঠন করা যেতে পারে কিন্তু জ্ঞান গঠন করা যায় না। জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফলে বাস্তবতার সাহায্যে কখনোই জ্ঞানের পরিবর্তন হয় না। মত সত্য বা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু জ্ঞান সর্বদা সত্য হবে। প্লেটোর মতে মত হল অস্থায়ী এবং মত থেকে জ্ঞানে মানুষ উপনীত হয়।

জ্ঞান সম্পর্কিত ভ্রান্ত মতবাদগুলিকে খন্ডন করে প্লেটো জ্ঞান সম্পর্কে তার সদর্থক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জ্ঞানের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন এবং জ্ঞানকে একটি মানসিক অবস্থা বলে বর্ননা করেছেন।

জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বর্ননা করতে গিয়ে প্লেটো বলেন যে, জ্ঞানের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে।—

প্রথমত, জ্ঞান অভ্রান্ত হবে, এবং দ্বিতীয়ত, জ্ঞান সৎ বিষয়ক হবে। অর্থাৎ, জ্ঞানের বিষয় স্থায়ী, নিত্য ও অপরিবর্তনশীল হবে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় যে বিষয়গুলি কে পাওয়া যায় সেগুলি পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কখনোই যথার্থ বিষয়কে জ্ঞান বলা যায় না। জ্ঞানের বিষয় হল ধারনা বা concept যা নিত্য ও স্থায়ী। এখানে প্লেটো, সক্রেটিস এর মতকে স্বীকার করেছেন। নিত্য ধারনকে কেবলমাত্র বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে জানা যায়। সুতরাং, যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র পথ হল বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা। প্লেটোকে তাই বুদ্ধিবাদের প্রবক্তা বলা যায়।

প্লেটোর জ্ঞানের স্তরভেদ স্বীকার করেন। যেহেতু মানসিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়, মানসিক অবস্থার অনুযায়ী জ্ঞানের স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্লেটো বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি অজ্ঞও থাকে জ্ঞানের অন্বেষণ করে তিনি এই দুটি সুস্পষ্ট স্তর বা ধাপ পাবেন মত (opinion) এবং জ্ঞান (knowledge)। প্লেটোর মতে জ্ঞান এবং মত উভয়ই, মনের একটি জ্ঞানীয় অবস্থা নির্দেশ করে কিন্তু এই দুটি অবস্থার মধ্যে তিনি মৌলিক পার্থক্য করে বলেন যা জ্ঞান তা সত্য অথচ কিছু মত বা বিশ্বাস বা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে।

প্লেটো এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অবস্থার অর্থাৎ জ্ঞান এবং মতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি উপমার সাহায্য নিয়েছেন। যেখানে আমরা সাধারণ জ্ঞান এবং মতের পার্থক্য দেখেছেন।

একটি রেখার দুভাগে ভাগ করে প্লেটো উচ্চতর শিক্ষাকে জ্ঞান এবং নিম্নতর অবস্থাকে মত বলে বর্ণনা করেছেন। যেখানে এই দুটি অংশ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ জ্ঞানের ও দুটি মাত্রা, মতেরও দুটি মাত্রা। সর্বনিম্ন স্তর যে মানসিক অবস্থা যেখানে বিষয়বস্তু হল ছায়া অথবা জল কিংবা চকচকে পদার্থের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। এই স্তরে মানসিক অবস্থা এই ছায়ার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে না। এখানে যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি হল প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি। মতের দ্বিতীয় স্তরে বিষয়বস্তু হল বাস্তব বিষয়বস্তু। এই বস্তু গুলি সত্য নয়। এগুলি ধারণা বা আকারের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং, এখানেও জ্ঞান নিশ্চিত নয়।

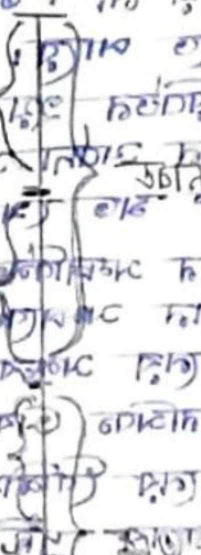

জ্ঞানের দুটি মাত্রা আছে। জ্ঞানের নিম্নস্তরে প্লেটো গানিতিক জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন। কারণ, যদিও এই জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা লব্ধ। কিন্তু এখানে অংকন চিত্র প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়। সেজন্য এখানে, বিশুদ্ধ চিন্তা হয় না। এই কারণে প্লেটো এই স্তরের জ্ঞানকে সর্বোচ্চ জ্ঞান বলেননি। সর্বোচ্চ স্তরে যে জ্ঞান তা হল ধারণা বা আকারের জ্ঞান।

প্লেটো তাঁর জ্ঞানতত্ত্বকে একটি গুহার রূপকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। সেখানে উপমাতে প্লেটো দেখিয়েছিলেন যে জ্ঞানের ক্রমিকতার নিরোচ্ছিন উত্থান হয় না। একটি অবস্থা থেকে অপর একটি অবস্থায় পরিবর্তন হতে পারে। এই রূপকে প্লেটো বলেন যে, একটি অন্ধকার গুহায় কেবল মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে গুহার দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। গুহার প্রবেশমুখে একটি আলো বা আগুন। বন্দী মানুষগুলি এবং ওই আগুনের মাঝখানে রয়েছে একটি উঁচু পথ এবং ওই পথ বরাবর রয়েছে পর্দার মত অনুচ্চ প্রাচীর। ঐ পথটি দিয়ে মানুষেরা আসাযাওয়া করে যাওয়া-আসা করেছে। ঐ মানুষগুলির ছায়া গুহার অন্ধকার দেওয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে। বন্দীরা কেবল ঐ ছায়াকে প্রত্যক্ষ করে। প্লেটোর মতে, এই বন্দীরাই হল পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ, যারা বস্তুর ছায়া দেখে এবং সত্যের প্রতিধ্বনি শোনে, যথার্থ সৎ বস্তুকে জানতে পারে না, বন্দীদের সচলের কোনো কামনাও অধিকার নেই। কিন্তু মুক্ত কোনো বন্দী যদি গুহার বাইরে আলোয় বেরোবার আসতে পারে, তাহলে সে সৎ বস্তুকে সুস্পষ্ট ভাবে জানতে পারে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের তার জ্ঞান হতে পারে।

<u>সমালোচনা</u> : ১ম, প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বে আনুরূপ্য সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। সত্য হল আমাদের ধারণার সঙ্গে অস্তিত্ববান বিষয়ের মন বহির্ভূত কোনো কিছুর প্রতিচ্ছবি। এখন জ্ঞান বলতে যদি ধারণা বা প্রত্যয়ের জ্ঞান বোঝায় বা সত্তার আকারে প্রকাশ পায় তাহলে কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সত্তার সঙ্গে প্রত্যয়ের আনুরূপ্য অবশ্যই থাকবে। এক্ষেত্রে প্লেটোর মতবাদ বিবারণী আটকে পড়েছে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, প্লেটোর জ্ঞানতত্ত্বে দুটি জগৎ উপস্থিত হয়েছে। একদিকে মতামত বা বিশ্বাসের জগত; যা ইন্দ্রিয় নির্ভর এবং এই পরিবর্তী ধর্মের অধিকারী। অন্যদিকে ধারণা বা আকারের জগৎ যাকে সৎ বলা হবে এবং যা বুদ্ধিলব্ধ কিন্তু এই দুই জগতের অস্তিত্বের ব্যবধানকে অতিক্রম করায় কঠিন।

<u>তৃতীয়ত</u>, "যা অস্তিত্ববান (what exists) এবং 'যা সত্য' (what is true) – এই দুইয়ের মধ্যে প্লেটো কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য করেননি। যেমন 'যা জানি তা অবশ্যই সত্য হবে। এই যথার্থ মতবাদ থেকে একমাত্র ভ্রান্ত বক্তব্যে উপনীত হতে পারি যে যা জানি তা অবশ্যই অস্তিত্ববান হবে।"

মনস্তাত্ত্বিক এবং বাস্তবিক – এই দুই দিক থেকে জ্ঞানের বরাবর বিচার করেছিলেন। কিন্তু কোন পর্যন্ত এই পার্থক্য রক্ষিত

হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্লেটোর মতে জ্ঞানের নিশ্চয়তা নির্ভর করে তার বিষয়ের সত্যতার ওপর অর্থাৎ, প্লেটোর কাছে জ্ঞানের বিষয় সাপেক্ষ দিকের সত্যতা এবং ব্যক্তি সাপেক্ষ দিকের নিশ্চয়তা পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, তারা পরস্পর সাপেক্ষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান কার্যটির বিষয় সাপেক্ষ এবং বিষয়গত বা ব্যক্তি সাপেক্ষ দিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানেই প্লেটোর ত্রুটি বলে মনে করা হয়।

—o—